কাশীশ্বরের আগমন ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

বলবান্ কাশীশ্বরের প্রভুসেবায় বলের সদ্ব্যবহার ঃ—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

প্রভুসহ সমগ্রভক্তের মিলনের উপমা ঃ—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥

সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু-ভক্ত-মিলন-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৮৪-১৮৫। রামভদ্রাচার্য্য,—আদি ১০ম পঃ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আচার্য্য—আদি, ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর—আদি, ৮ম পঃ ৬৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

মুরারি-কড়চা—"অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্।। শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী" ইত্যাদি।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।
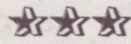
একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ-রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন, কিছুপরে গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত-বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্নসেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা-মধ্যে তাঁহাকে একটী নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারি-সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। (অতঃপর) বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নৃত্যশীল গৌরকর্ত্তৃক বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জন ঃ—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে কিছু নিবেদনেচ্ছা ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
"অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥" ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-

অনুভাষ্য

১। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবাভরণমণ্ডিতদেহঃ)

প্রভুর অনুমতি দান ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥" ৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে—"এই প্রতাপরুদ্র রায় ।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥" ৫ ॥

রাজদর্শনে প্রভুর অসম্মতি ও বিতৃষ্ণা ঃ—

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ' ।
"সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ঃ—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন ।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥" ৭ ॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষীর ভোক্তৃভাবে ভোগ্যদর্শন বিষভক্ষণ-তুল্য নিষিদ্ধ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৪)—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের রাজ-প্রশংসা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সত্য তোমার বচন ।
জগন্নাথ-সেবক রাজা, কিন্তু ভক্তোত্তম ॥" ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছিলেন।

৮। শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

অনুভাষ্য

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে) ভক্তৈঃ [সহ] স্বধাম্না (অলৌকিক-স্বমাধুর্য্যেণ) অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (অতিমনোজ্ঞ-নৃত্যাদিকং) কুর্ব্বন্ বিশ্বং (চিদ্রসহীনং জড়রসপরং ভুবনং) প্রেমবন্যা-নিমগ্নং চক্রে (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গৈঃ প্লাবয়ামাস)।

৮। হা হন্ত হন্ত (খেদাতিশয্যে) ভবসাগরস্য (সংসারসমুদ্রস্য) পরং পারং (দেবীধামাতীতং পরব্যোম-ভগবদ্ধাম) জিগমিষোঃ (গন্তুকামস্য) নিষ্কিঞ্চনস্য (নির্ব্বিষয়িণঃ) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (কৃষ্ণসেবাপরস্য) বিষয়িণাং (কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগপরাণাং) যোষিতাং (ভোগ্যানাং চ) সন্দর্শনং (ভোগ্যবুদ্ধ্যা অবলোকনাদিকং) বিষভক্ষণতঃ (আত্মবিনাশক-গরলস্য সেবনাৎ) অপি অসাধু (অকল্যাণকরম্)।

ভোক্তৃসজ্জায় ভোগ্যজ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার ।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥ ১০ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৫)—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি ।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

লোকশিক্ষক প্রভুর কঠোর সঙ্কল্প, আশ্রম-মর্য্যাদা-রক্ষণার্থ সার্ব্বভৌমকে তিরস্কার ঃ—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥" ১২ ॥

সার্ব্বভৌমের বিষণ্নমুখে প্রস্থান ঃ—

ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥ ১৩ ॥

কটক হইতে রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-সহ রাজার পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥ ১৪ ॥

প্রভু রামানন্দ-মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে ।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহুরঙ্গে ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯-১০। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—প্রভো, তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রদেব—জগন্নাথ-সেবক এবং ভক্তোত্তম। প্রভু কহিলেন,—জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও 'রাজা'—কালসর্পাকার। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ কোনপ্রকার বিকার জন্মিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তোত্তম রাজার সন্দর্শনেও বিরক্ত ব্যক্তির অনর্থ জন্মিতে পারে।

১১। যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

১৫। গজপতি—যেরূপ অন্যান্য কোন কোন বিশেষ রাজা-

অনুভাষ্য

১১। স্ত্রীণাং (যোষিতাং) বিষয়িণাং (ইন্দ্রিয়সেবিনাং). [ভোক্তৃ-ভোগ্যানামিতি যাবৎ] আকারাৎ অপি (বহিরাকৃতেরপি) [কৃষ্ণৈক-সেবিভিঃ পরমার্থপরৈঃ সাধকৈঃ জনৈঃ] ভেতব্যম্। যথা অহেঃ (ভুজঙ্গাৎ) মনসঃ ক্ষোভঃ (ভয়ং) ভবতি, তথা তস্য (সর্পস্য) আকৃতেঃ (সদৃশাকারাৎ) অপি [ভয়ং ভবতি]।

১৪। গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র-রাজার রাজধানী কটক-নগরে ছিল। পরে কটক হইতে খুর্দায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

রায়ের প্রতি প্রভুর আচরণ-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহ-ব্যবহার।
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭ ॥

রায়ের রাজকার্য্য-পরিত্যাগ-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

রায় কহে,—"তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৮ ॥

রাজার নিকট রায়ের অবসর প্রার্থনা ঃ—

আমি কহি,—'আমা হৈতে না হয় বিষয়'।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥' ১৯ ॥

রাজার সানন্দে সম্মতি-দান ঃ—

তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ২০ ॥

প্রভুর প্রতি রাজার ভক্তি ঃ—

'তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥ ২১ ॥

রায়কে অবসর দিয়াও বেতন-দান ঃ—

তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ ॥ ২২ ॥

রাজার দৈন্য ঃ—

আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে, তাঁর সফল জীবনে ॥ ২৩ ॥

পরম কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥' ২৪ ॥

প্রভুসমীপে রায়কর্ত্তৃক রাজার প্রশংসা ঃ—

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিলুঁ তোমাতে।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥" ২৫ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতিহেতু প্রভু কর্ত্তৃক রাজাকে ভাবি-কৃপাদানের ইঙ্গিত ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥" ২৭ ॥

ভক্তের ভক্তই ভগবদ্ভক্ত ঃ—

আদিপুরাণ-বচন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৮ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃত্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।২১-২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের 'ছত্রপতি', 'নরপতি', 'অশ্বপতি' ইত্যাদি পদ ছিল, সেইরূপ 'গজপতি'—উড়িষ্যার সম্রাট্‌দিগের উপাধি।

২২। দক্ষিণকলিঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে তুমি যে বর্ত্তন অর্থাৎ পরিশ্রমের অর্থ বা বেতন পাইতে, এখন তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল, তথাপি তুমি সেই বেতনই পাইবে।

অনুভাষ্য

১৮। তোমার আজ্ঞা—মধ্য, ৮ম পঃ ২৯৬-২৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই কথা রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্র-রাজাকে কহিলে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়মত রাজা-প্রতাপরুদ্র লৌকিক-দৃষ্টিতে রামানন্দের বিষয় ছাড়াইয়া দিলেন অর্থাৎ তাহা হইতে তাঁহাকে অবসর প্রদান করিলেন।

২৮। হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে মে (মম) ভক্তজনাঃ, তে মে (মম) ভক্তাঃ জনাঃ ন [ভবন্তি] ; যে চ মদ্ভক্তানাং [এব] ভক্তাঃ, তে মে (মম) ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ-সেবকাঃ) [ইতি ময়ৈব] মতাঃ (সম্মতাঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। রামানন্দ কহিলেন,—প্রভো, তোমার প্রতি রাজার যে প্রেমবেদনা দেখিলাম, তাহার একলেশও আমাতে নাই।

২৮। হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয় ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহা-দিগকেই আমার 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।

২৯-৩০। আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভি-বন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা আমার গুণ-ব্যাখ্যা, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম-বিসর্জ্জন,—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

অনুভাষ্য

২৯-৩০। শ্রীউদ্ধব ভগবদ্ভক্তিযোগ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় ভগবানের উক্তি,—

[ভক্তিযোগং তুভ্যং পুনশ্চ কথয়িষ্যামীত্যাহ—মম] পরি-চর্য্যায়াং (সেবায়াম্) আদরঃ, সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদ্যৈঃ) অভি-বন্দনং [মত্তঃ] অভ্যধিকা (শ্রেষ্ঠা) মদ্ভক্তভূজা, সর্ব্বভূতেষু (প্রাণি-মাত্রেষু) মন্মতিঃ (ভগবদ্ভাবদর্শনম্)।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর পূজাপেক্ষা বৈষ্ণবপূজা শ্রেষ্ঠ ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (২।৪) পদ্মপুরাণবচন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৩১ ॥

শুদ্ধভক্ত-সেবা বহুসুকৃতি-লভ্যা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২ ॥

রায়ের সকল ভক্তকেই যথাযোগ্য সম্মান ঃ—

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩ ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন ।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥ ৩৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনার্থ রায়কে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, দেখিলে কমলনয়ন ?"
রায় কহে,—"এবে যাই' পাব দরশন ॥" ৩৫ ॥

প্রভু-দর্শনের পূর্ব্বে জগন্নাথ-দর্শনে না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, তুমি কি কার্য্য করিলে ?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে ??" ৩৬ ॥

রায়ের চিত্ত ঔদার্য্যপ্রধান-বিগ্রহেই অধিক আকৃষ্ট ঃ—

রায় কহে,—"চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি ।
যাঁহা লঞা যায়, তাঁহা যায় জীব-রথী ॥ ৩৭ ॥
আমি কি করিব, মন ইঁহা লঞা আইল ।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥" ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।

৩২। দেবদেব জনার্দ্দনের যাঁহারা নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই বৈকুণ্ঠপথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্পতপস্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।

৩৩-৩৪। পুরী—পরমানন্দপুরী । ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। স্বরূপ—প্রসিদ্ধ দামোদর-স্বরূপ। নিত্যানন্দ—প্রভু নিত্যানন্দ ; রামানন্দ এই চারি গোঁসাইর চরণ বন্দন করিলেন।

অনুভাষ্য

মদর্থেষু চ (কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্যেষু) কার্য্যেষু অঙ্গচেষ্টা (অখিল-চেষ্টা), বচসা (বাক্যদ্বারেণ) মদ্গুণেরণং (কৃষ্ণগুণ-কথনং), মনসঃ ময়ি (কৃষ্ণে) অর্পণং (সমর্পণং), সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনং (মনসঃ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগবাসনা-পরিত্যাগঃ)।

৩১। হে দেবি, সর্ব্বেষাং আরাধনানাম্ (উপাসনানাং মধ্যে) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য) আরাধনং (পূজনং) পরং (শ্রেষ্ঠং); তস্মাৎ (শ্রীকৃষ্ণোপাসনম্ অপি) তদীয়ানাং (মধুররসে শ্রীরূপ-বার্ষভানব্যাদীনাং, বাৎসল্যে নন্দ-যশোদাদীনাং, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলাদীনাং, দাস্যে চিত্রকাদীনাং), সমর্চ্চনং (দৃঢ়পূজনং) পরতরং (প্রশস্ততরম্)।

৩২। মহাভাগবত শ্রীমৈত্রেয়-ঋষির হরিকথা-কীর্ত্তনফলে

অনুভাষ্য

বিদুরের সংশয়রাশি ছিন্ন হইলে বিদুরকর্ত্তৃক হরিভক্তের গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,—

যত্র (যেষু মহৎসু সাধুষু) নিত্যং (সর্ব্বদা) দেবদেবঃ (সর্ব্ব-দেবময়ঃ) জনার্দ্দনঃ (কৃষ্ণঃ) উপগীয়তে, তত্র (তেষু) বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য বা, বর্ত্মসু মার্গ-ভূতেষু হরিজনেষু) সেবা—অল্পতপসঃ (ক্ষীণপুণ্যজনস্য) দুরাপা (দুর্ল্লভা) হি (এব)। [মহৎসেবয়ৈব হরিকথাশ্রবণং, ততো হরৌ প্রেম, তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যম্।] "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।" এবং "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"*—(পাদ্মে) এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩৭-৩৮। জীব—রথারোহীতুল্য, জীবের চরণ—রথ-সদৃশ, জীবের মন—রথচালক সারথি-সদৃশ। সুতরাং মনোরূপ সারথি জীবরূপ আরোহীকে চরণ-রথযোগে যেখানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব গমন করে।

কঠ ৩য় বঃ ৩-৬, ৯—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে-ত্যাহুর্মনীষিণঃ।। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি

* *মহৎসেবাদ্বারাই হরিকথা শ্রবণ হইয়া থাকে, ফলে তাহা হইতে শ্রীহরিতে প্রেম উৎপন্ন হয় এবং সেইহেতু দেহাদি-অভিনিবেশ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গবশতঃ ভক্তির উদয় হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে জীবগণ সেই ভক্তসঙ্গ লাভ করেন।' 'হে রাজন্, অত্যন্ত অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপাদন হয় না।'*

রায়কে জগন্নাথ ও স্বজন দর্শনার্থ আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"শীঘ্র গিয়া কর দরশন ।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥" ৩৯ ॥

রায়ের প্রভু-আজ্ঞা-পালন ঃ—

প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে ।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥ ৪০ ॥

সার্ব্বভৌমকে রাজার স্বীয় প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪১ ॥
"মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন ?"
সার্ব্বভৌম কহে,—"কৈনু অনেক যতন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক প্রভুর দৃঢ় ও অচলা বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপন ঃ—

তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন ।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥" ৪৩ ॥

রাজার গভীর বিলাপ ও খেদোক্তি ঃ—

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৪৪ ॥
"পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥ ৪৫ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার ।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ?? ৪৬ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।৭০)—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্ ।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥৪৭॥

প্রভু-কৃপা না পাইলে রাজার প্রাণ-ত্যাগে সঙ্কল্প ঃ—

তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন ।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন ।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ ॥" ৪৯ ॥

রাজার প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত ।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সান্ত্বনা দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"দেব, না কর বিষাদ !
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥ ৫১ ॥
তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর ।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫২ ॥

প্রভুসহ রাজার সাক্ষাৎকারের উপায়-নির্দ্ধারণ ঃ—

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ।
এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥ ৫৫ ॥
'কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়' করিতে পঠন ।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৬ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সে-কালে কৃষ্ণনাম শুনি' ।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় 'বৈষ্ণব' জানি' ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। জগন্নাথ-দর্শন করিয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া কুটুম্বদিগের সহিত মিলিত হও।

৪৭। অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০ম স্কন্ধ, ২৯-৩৩ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আপনি একলা গিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিবেন।

অনুভাষ্য

যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।। ** বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।"*

৪৭। অদর্শনীয়ান্ (দ্রষ্টুমনর্হান্) নীচজাতীন্ (নীচকুলোদ্ভূতান্ অধমবৃত্তিজীবনান্) অপি সংবীক্ষতে (করুণয়া অবলোকয়তি, কৃপয়তি) ; তথাপি, হন্ত (খেদে) মাং ন [বীক্ষতে] ; মদেকবর্জ্জং (মামেকং ত্যক্ত্বা অন্যং সর্ব্বং) কৃপয়িষ্যতি ইতি নির্ণীয় (স্থিরীকৃত্য) কিং সঃ দেবঃ (গৌরহরিঃ) ভুবি অবততার (প্রকটোঽভূৎ)?

* *আত্মাকে রথী (রথারূঢ় ব্যক্তি) বলিয়া জানিবে এবং শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম-রূপে জানিবে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব ও বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের চারণভূমি বলিয়া থাকেন এবং এইরূপে শরীর, ইন্দ্রি, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি কিন্তু অসংযত-মনোবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অদক্ষ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা সংযত মনের সহিত বিজ্ঞানবান্ (বিবেকযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির সংযত অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত-বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট হইয়া মনোরূপ লাগাম ধারণ করিয়া আছেন, সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সংসারের পরপারে গিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।*

রামানন্দকর্ত্তৃক প্রভুর কঠিন মন দ্রবীভূত ঃ—

রামানন্দ রায়, আজি তোমার প্রেম-গুণ ।
প্রভু-আগে কহিতে, প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥" ৫৮ ॥

প্রভুর কৃপালাভের আশায় রাজার দৃঢ়সঙ্কল্প ঃ—

শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল ।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥ ৫৯ ॥

রাজার অধৈর্য্য ও দিন-গণন ঃ—

স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ।
ভট্ট কহে,—"তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥" ৬০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রস্থান ; স্নানযাত্রায় প্রভুর হর্ষ ঃ—

রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ।
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১ ॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬২ ॥

অনবসরকালে প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ও একাকী আলালনাথে গমন ঃ—

গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা ।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

প্রভুকে ভক্তগণকর্ত্তৃক গৌড়ীয়গণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুসহ ভট্টাচার্য্যের পুরীতে আগমন ও রাজাকে সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ।
'প্রভু আইলা'—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৬৫ ॥

গৌড় হইতে সর্ব্বাগ্রে গোপীনাথের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি' কহে,—"শুন ভট্টাচার্য্য ॥৬৬॥

২০০ গৌড়ীয় গৌরভক্তের আগমনসংবাদ-দান ও বাসস্থানাদি-ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ ঃ—

গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত, সব—মহাভাগবত ॥ ৬৭ ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥" ৬৮ ॥

রাজকর্ত্তৃক তন্নির্ব্বাহার্থে পড়িছাকে আদেশ ঃ—

রাজা কহে,—"পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ।
বাসা আদি যে চাহিয়ে,—পড়িছা সব দিব ॥ ৬৯ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান জন্য ভট্টকে রাজার অনুরোধ ঃ—

মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥" ৭০ ॥

ভট্টের স্বীয় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন, গোপীনাথকে তজ্জন্য অনুরোধ, তিনের অট্টালিকোপরি আরোহণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"অট্টালিকায় কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দরশন ॥ ৭১ ॥
আমি কাহারে নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করা'বে পরিচয় ॥" ৭২ ॥
এত বলি' তিন জন অট্টালিকায় চড়িল ।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর প্রেরণায় দামোদরস্বরূপ ও গোবিন্দকর্ত্তৃক মালা-প্রসাদসহ ভক্তগণের অভ্যর্থনা ঃ—

দামোদরস্বরূপ, গোবিন্দ—দুই জন ।
মালা-প্রসাদ লঞা যায়, যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥ ৭৪ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইল দুঁহারে ।
রাজা কহে,—"এই দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥" ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। অনবসর-সময়ে জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল-অবস্থায় আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

অনুভাষ্য

৫৫। পুষ্পোদ্যানে—গুণ্ডিচায়।

৬২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গ-রাগাদির উদ্দেশে দর্শনার্থিগণের দৃষ্টি হইতে শ্রীবিগ্রহের অন্যত্র অবস্থিতি ঘটে। এই কালকেই 'অনবসর' বলে।

৬৬। গোপীনাথাচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। মহাভাগবত—নিষ্কিঞ্চন, বর্ণাশ্রমাতীত, কৃষ্ণৈকশরণ পরমহংস ; যথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। নরেন্দ্র—'নরেন্দ্র' নামক পুষ্করিণী, যাহাতে 'চন্দন-যাত্রা'-উৎসব হয়। আজও গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করত নরেন্দ্র-পুষ্করিণীর জলে হস্তপদ ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে যান।

৭২। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমি কাহাকেও চিনি না, (কিন্তু) চিনিতে ইচ্ছা হয়।

রাজাকে ভট্টকর্ত্তৃক (১) দামোদরস্বরূপের পরিচয়-দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"এই স্বরূপ-দামোদর ।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥ ৭৬ ॥

(২) গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

দ্বিতীয়, গোবিন্দ—ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া ।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥" ৭৭ ॥

অদ্বৈতের মালা-পরিধান ঃ—

আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল ।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥ ৭৮ ॥

গোবিন্দ প্রণাম করায় অদ্বৈতের প্রশ্নোত্তরে
গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে ।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য্য, পুছিল দামোদরে ॥ ৭৯ ॥
দামোদর কহে,—"ইঁহার 'গোবিন্দ' নাম ।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৮০ ॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ।
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল ॥" ৮১ ॥

অদ্বৈতকে দেখিয়া রাজার কৌতূহল ঃ—

রাজা কহে,—"যাঁরে মালা দিল দুইজন ।
আশ্চর্য্য তেজ, বড় মহান্ত,—কহ কোন্ জন ??" ৮২ ॥

(৩) অদ্বৈতাচার্য্যের পরিচয়-দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য ।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥ ৮৩ ॥

(৪) শ্রীবাস, (৩৫) বক্রেশ্বর, (৬) বিদ্যানিধি, (৭) গদাধর ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
বিদ্যানিধি-আচার্য্য, ইঁহ পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৮৪ ॥

(৮) চন্দ্রশেখর, (৯) পুরন্দর, (১০) গঙ্গাদাস, (১১) শঙ্কর ঃ—

আচার্য্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত-পুরন্দর ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৫ ॥

(১২) মুরারি, (১৩) নারায়ণ, (১৪) হরিদাস ঠাকুর ঃ—

এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত-নারায়ণ ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥ ৮৬ ॥

(১৫) হরিভট্ট, (১৬) নৃসিংহানন্দ, (১৭) বাসুদেব দত্ত,
(১৮) সেন শিবানন্দ ঃ—

এই হরি-ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥ ৮৭ ॥

(১৯) গোবিন্দ, (২০) মাধব, (২১) বাসুঘোষ ঃ—

গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ ৮৮ ॥

(২২) রাঘব, (২৩) নন্দন, (২৪) শ্রীমান্
(২৫) শ্রীকান্ত, (২৬) নারায়ণ ঃ—

রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥ ৮৯ ॥

(২৭) শুক্লাম্বর, (২৮) শ্রীধর, (২৯) বিজয়, (৩০) বল্লভসেন,
(৩১) পুরুষোত্তম, (৩২) সঞ্জয় ঃ—

শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥ ৯০ ॥

(৩৩) সত্যরাজ, (৩৪) রামানন্দ ঃ—

কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান ।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৯১ ॥

(৩৫) মুকুন্দ, (৩৬) নরহরি, (৩৭) রঘুনন্দন,
(৩৮) চিরঞ্জীব, (৩৯) সুলোচন ঃ—

মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
খণ্ডবাসী, চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥ ৯২ ॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন ।
চৈতন্যের গণ, সব—চৈতন্যজীবন ॥" ৯৩ ॥

বৈষ্ণব-তেজোদর্শনে ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাদি-
শ্রবণে রাজার বিস্ময় ঃ—

রাজা কহে,—"দেখি' মোর হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ ৯৪ ॥
কোটিসূর্য্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ।
কাঁহা নাহি দেখি, ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আচার্য্য কহে—গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন।

৮৮। গোবিন্দ ঘোষ—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; ইঁহাকেই 'ঘোষঠাকুর' বলে ; অদ্যাপি (কাটোয়ার নিকট) অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুরের মেলা হইয়া থাকে।

বাসুঘোষ—মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মহাজন-গীতের মধ্যে অগ্রগণ্য।

অনুভাষ্য

৮৪। বিদ্যানিধি আচার্য্য (আচার্য্যনিধি)—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি —(১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন ।
"চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৭ ॥

বিমুখ-জীবকে কৃষ্ণে উন্মুখীকরণরূপ প্রচারই শ্রীকীর্ত্তন ঃ—

অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৮ ॥

লব্ধচৈতন্যের গৌর-কীর্ত্তনেই বুদ্ধিমত্তা, আর জাড্যতায় মূর্খতা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত-জন ॥" ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০০ ॥

পরাবিদ্যাপ্‌তি চৈতন্যই কৃষ্ণ, জড়বিদ্যা বা অপরা-বিদ্যা তৎপরাঙ্মুখী ঃ—

রাজা কহে,—"শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ??" ১০১ ॥

সেবোন্মুখতাতেই কৃপা-লাভ, কৃপাপ্রভাবেই ভগবদুপলব্ধি ঃ—

ভট্ট কহে,—"তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে ।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে ॥ ১০২ ॥

কৃপা-ব্যতীত জড়বিদ্যায় নাস্তিকতা-বৃদ্ধি ও মোহলাভ ঃ—

তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥" ১০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা ॥" ১০৫ ॥

গৌড়ীয়ের গৌর-প্রীতি ঃ—

ভট্ট কহে,—"এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত ।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৬ ॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা ।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥" ১০৭ ॥

বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদবহন-দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ।
প্রসাদ লঞা সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ।
এত মহাপ্রসাদ চাহি'—কহ কি কারণ ??" ১০৯ ॥

ভট্টের উত্তর,—প্রভুর ইচ্ছাই কারণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"ভক্তগণ আইল জানিঞা ।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লঞা ॥" ১১০ ॥

উপবাস ও ক্ষৌরকর্ম্ম-বিধি বিনা প্রসাদ-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান ।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান ॥" ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা ; যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সে-সকল ব্যক্তি কলিহত অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি।

১০৩। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই, সে পণ্ডিত হউক্ না কেন, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিলে-শুনিলেও তাঁহার কৃপা-অভাবে কৃষ্ণচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানিতে পারে না।

অনুভাষ্য

৯৯। লব্ধচৈতন্য, সেবোন্মুখ জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ চেতনময়ী বাণীর প্রভাবেই অপর জীব উদ্বুদ্ধ-চেতন হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তি লাভ করিয়া শুদ্ধসেবক হয় ;—এইরূপে শুদ্ধভক্তগণের স্বগোত্র-বর্দ্ধনরূপ উপাসনাতেই কৃষ্ণচৈতন্যের আনন্দ, তাহাতেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তুচ্ছ, অচিৎ-স্বার্থপর জীবের তাণ্ডব নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি সমগ্র ক্রিয়াই বাস্তব-বস্তুর পরম-সেব্যত্বে অবিশ্বাস ও সংশয়-মূলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহা জাড্যেরই পরিচায়ক ও ক্ষণস্থায়ী কৃত্রিম ভাবুকতা ও উত্তেজনা বা আন্দোলন-মাত্র।

১০০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২-১০৩। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তীর্থে গমন করিয়া পাপ-বিনাশের জন্য পূর্ব্বদিবসে সংযম করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে। শিরোগত পাপধ্বংসের জন্য মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। এই সকল তৈর্থিক কর্ম্মবিধান পরিত্যাগ করিয়া ভোজনাদি করিবার উদ্দেশ্য কি?

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১-১১৩। রাজা কহিলেন,—'তীর্থে প্রবেশ করিলে সেই দিন উপবাস করিতে হয় ও তথায় ক্ষৌর করিতে হয়,—শাস্ত্রের এরূপ বিধান আছে। এই বৈষ্ণবসকল তাহা না করিয়া কি-

ভট্টের রাগমার্গীয় আচরণ-কথন ঃ—

ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি ধর্ম্ম ।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

ভগবানের পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ আদেশ ঃ—

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন ॥ ১১৩ ॥
তাঁহা উপবাস, যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ ।
প্রভু-আজ্ঞা—প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ ॥ ১১৪ ॥

ভক্তগণের উপবাস-বিধি-ত্যাগের অন্য কারণ ঃ—

বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন ।
এত লাভ ছাড়ি' কেনে করিবে উপোষণ ॥ ১১৫ ॥

নিজ পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল ।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণকৃপাফলে সেবোন্মুখতায় ফলভোগকামমূলক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মত্যাগ ঃ—

যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক-ধর্ম্ম ॥" ১১৭ ॥

ভাগবতের প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২৯।৪৬)—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ১১৮ ॥

নীচে নামিয়া রাজার কাশীমিশ্র ও পড়িছা-পাত্রকে ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ ঃ—

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা ।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা ॥ ১১৯ ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে ।
"প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥ ১২০ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দে বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ ॥ ১২১ ॥

সেব্যের ইঙ্গিতে সেবা করাই উত্তম ঃ

প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত জানিয়া ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের একটু দূরে থাকিয়া ভক্ত-ভগবন্মিলন-দর্শন ঃ—

এত বলি' বিদায় দিল সেই দুই-জনে ।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১২৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
দুঁহে দেখে দূরে প্রভু-বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১২৪ ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ ।
কাশীমিশ্র-গৃহ-পথে করিলা গমন ॥ ১২৫ ॥

ভক্তসহ মিলিতে প্রভুর স্বয়ং অনুব্রজ্যা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে ।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে বহুরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণে অন্ন-জল সেবা করিবেন?' ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—'আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বৈধধর্ম্ম, কিন্তু রাগমার্গীয় ধর্ম্মের আর একটী সূক্ষ্ম মর্ম্ম আছে,—ভগবান্ ঋষিদিগের দ্বারাই পরোক্ষ-রূপে শাস্ত্রে ক্ষৌরোপোষণের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ-ভোজনের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।'

অনুভাষ্য

১১৮। ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনারদ গোস্বামী রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জনোপাখ্যানদ্বারা ভোগী বা কর্ম্মিজীবের এবং কর্ম্মকাণ্ডের দুর্গতি বর্ণন করিয়া ভগবৎকৃপা ব্যতীত—ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতি, নৈষ্ঠিক চতুঃসন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং স্বয়ং, এই সকলের—কেহই যে ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া ভগবৎ-কৃপা-ফল বর্ণন করিতেছেন,—

ভগবান্ যদা আত্মভাবিতঃ (আত্মনি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ আরাধিতঃ প্রকটিতঃ সন্) যস্য (যম্ অনুগৃহ্ণাতি (কৃপয়তি), তদা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।

১১৯। পড়িছা—'পরীক্ষা' শব্দ হইতে 'পড়িছা'-শব্দ ; অতএব তত্ত্বাবেক্ষণ করাই পড়িছার কর্ম্ম।

অনুভাষ্য

সঃ লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে (বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে) চ পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তাং) মতিং জহাতি (ত্যজতি)।

১২১-১২২। মহাপ্রভুর নিকট যে-সকল ভক্ত গৌড়াদি দেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের যাহাতে ভাল বাসস্থান, ভাল প্রসাদ এবং উত্তমরূপে জগন্নাথদর্শনাদির কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, তাহা দেখিবার জন্য পড়িছা-পাত্রকে প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া দিলেন। আর ভক্তগণের স্বাচ্ছন্দ্যাদির উদ্দেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ্য আদেশ না পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত জানিয়া, যখন যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎক্ষণাৎ তাহাও যেন সম্পন্ন করেন।

অদ্বৈতের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৭ ॥

উভয়ের প্রেমাবেশ, পরে ধৈর্য্য ঃ—

প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৮ ॥

শ্রীবাসাদির প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্বভক্তের যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

একে একে সর্ব্বভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১৩০ ॥

স্বল্পপরিসর হইলেও কাশীমিশ্রের ভবনে সর্ব্বভক্ত-সমাগম ঃ—

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান ।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ॥ ১৩১ ॥

সকলভক্তকে প্রভুর স্বয়ং মালা-গন্ধ দান ঃ—

আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা ।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য-গন্ধ দিলা ॥ ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম-সহ সকল ভক্তের মিলন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে ।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥ ১৩৩ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি ঃ—

অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে ।
"আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে ॥" ১৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক ঈশ্বরের ভক্তবাৎসল্য-স্বভাব-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১৩৫ ॥
তথাপিহ ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস ।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর বাল্যসঙ্গী মুকুন্দ অপেক্ষা বাসুদেব দত্তে অধিকতর প্রীতি ঃ—

বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হঞা ।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৭ ॥
"যদ্যপি মুকুন্দ—আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে ।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥" ১৩৮ ॥

অমানী ও মানদ বাসুদেব-দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

বাসু কহে,—"মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জ্জন্ম ॥ ১৩৯ ॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥" ১৪০ ॥

বাসুদেবকে স্বরূপের নিকট হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' নকল করিবার আদেশ ঃ—

পুনঃ প্রভু কহে,—"আমি তোমার নিমিত্তে ।
দুই পুস্তক আনিয়াছি 'দক্ষিণ' হইতে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের কাছে আছে, লহ তা লিখিয়া ।"
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাঞা ॥ ১৪২ ॥

বাসুদেবাদি সকল গৌড়ীয়েরই নকলরক্ষণফলে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের সর্ব্বত্র প্রচার ঃ—

প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল ।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীবাসাদির প্রশংসা ঃ—

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি' মহাপ্রীত ।
"তোমার চারি-ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥" ১৪৪ ॥

শ্রীবাসের দৈন্য ঃ—

শ্রীবাস কহেন,—"কেনে কহ বিপরীত ।
কৃপা-মূল্যে চারি-ভাই হই তোমার ক্রীত ॥" ১৪৫ ॥

প্রভুর দামোদরের প্রতি গৌরবপ্রীতি, শঙ্করের প্রতি শুদ্ধপ্রেম ঃ—

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে ।
"সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪০। 'বাসু কহে মুকুন্দ'—বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ (বাল্যকাল হইতেই) মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। বাসুদেব কহিলেন,—মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম ; সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম আমার পূর্ব্বে হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম।

১৪৬-১৪৮। দামোদরপণ্ডিত—জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং শঙ্কর-পণ্ডিত—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রভু কহিলেন,—'দামোদর! তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি অর্থাৎ সম্মানের সহিত প্রীতি ; কিন্তু শঙ্করের প্রতি আমার কেবল শুদ্ধপ্রেম। তুমি এখন শঙ্করকে আপনার সঙ্গে রাখ।' দামোদর কহিলেন,—'প্রভো, আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর আমার ছোটভাই হইয়াও বড়ভাই হইয়া পড়িল।'

অনুভাষ্য

১৪১। দুই পুস্তক—শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর-উপরে ।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥" ১৪৭ ॥

অমানী ও মানদ দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শঙ্করকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

দামোদর কহে,—"শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শিবানন্দের প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দে কহে প্রভু,—"তোমার আমাতে ।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥" ১৪৯ ॥

শিবানন্দের দৈন্য ঃ—

শুনি' শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৫০ ॥

ভগবানের দয়া প্রার্থনা ঃ—
শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (২৬)—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৫১ ॥

মুরারিগুপ্তের দৈন্যবশতঃ আত্মগোপন ঃ—

প্রথমে মুরারি-গুপ্ত প্রভুরে না দেখিয়া ।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৫২ ॥

ভগবানের ভক্তান্বেষণ ঃ—

মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৫৩ ॥

মুরারির সদৈন্যে প্রভু-দর্শন ঃ—

তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া ।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥ ১৫৪ ॥

আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে মুরারির প্রভুস্পর্শনে সঙ্কোচবোধ ঃ—

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, মুঞি ত' পামর ।
তোমার স্পর্শযোগ নহে এই কলেবর ॥" ১৫৬ ॥

ভক্তের দৈন্যে ভগবানের আর্দ্রভাব ঃ—

প্রভু কহে,—"মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥" ১৫৭ ॥

ভক্তের সেবারত ভগবান্ ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫৮ ॥

চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক ও গদাধরাদিকে প্রভুর প্রশংসা ও আলিঙ্গন ঃ—

আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ॥ ১৫৯ ॥
প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি' গুণগান ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের অন্বেষণ ঃ—

সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস ।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে,—"কাঁহা হরিদাস ॥"১৬১॥

ঠাকুর হরিদাসের দৈন্যবশতঃ দূরে অবস্থান ঃ—

দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে দেখিয়া ।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৬২ ॥
মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা ।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬৩ ॥

ভক্তগণের হরিদাসকে প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে ।
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥"১৬৪॥

মর্য্যাদা-বিধি-সংরক্ষণপূর্ব্বক হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"আমি নীচ-জাতি ছার ।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ ১৬৫ ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ ॥ ১৬৬ ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয় ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥" ১৬৭ ॥

লোকমুখে হরিদাসের দৈন্যোক্তি শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ঃ—

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥ ১৬৮ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদ বন্দন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা,—দুই জন ।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্, আপনিও আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন। এই শ্লোকটী আলবন্দারু-যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্রান্তর্গত।

১৬৬। টোটা-মধ্যে—উদ্যান-মধ্যে।

অনুভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (সংসার-দুঃখ-জলধি-মধ্যে) নিমজ্জতঃ (উত্থানশক্তিরহিতস্য মগ্নস্য) মে (মম) কূলং (তটম্) ইব [ত্বং ভগবান্ ময়া] লব্ধঃ অসি ; হে ভগবন্, ইদানীং (সম্প্রতি) ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ ইদম্ অনুত্তমং (নাস্তি উত্তমং পরতমং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) পাত্রং লব্ধং (প্রাপ্তম্)।

সর্ব্ববৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা ।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥

প্রভুর নিকট বৈষ্ণবসেবার্থে কাশীমিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে ।
"আজ্ঞা দেহ',—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥ ১৭১ ॥
সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-স্থান ।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥" ১৭২ ॥

গোপীনাথাচার্য্যকে ভক্তগণের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদনার্থে প্রভুর আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লঞা ।
যাঁহা যাঁহা কহে বাসা, তাঁহা দেহ' লঞা ॥ ১৭৩ ॥

বাণীনাথের উপর প্রসাদ-ব্যবস্থার ভার ঃ—

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে ।
সর্ব্ব বৈষ্ণব ইঁহো করিবে সমাধানে ॥ ১৭৪ ॥

কাশীমিশ্রের নিকট প্রভুর টোটাস্থ নিভৃতগৃহ-যাচ্ঞা ঃ—

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥ ১৭৫ ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ'—আছে প্রয়োজন ।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥" ১৭৬ ॥

প্রভুর দ্রব্যাদি প্রভুর যথেচ্ছ গ্রহণার্থে প্রভুসমীপে কাশীমিশ্রের আবেদন ঃ—

মিশ্র কহে,—"সব তোমার, চাহ কি-কারণে?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥ ১৭৭ ॥

কাশীমিশ্রের আপনাকে প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার-জন্য প্রার্থনা ঃ—

আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ।
যে চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥" ১৭৮ ॥

বিদায় লইয়া গোপীনাথকে গৃহনির্ব্বাচন ও বাণীনাথকে প্রসাদ-ব্যবস্থা-ভারার্পণ ঃ—

এত কহি' দুইজনে বিদায় লইল ।
গোপীনাথ, বাণীনাথ—দুঁহে সঙ্গে নিল ॥ ১৭৯ ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর ।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৮০ ॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা ।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকেই স্নানান্তে চূড়া-দর্শনপূর্ব্বক প্রসাদ সম্মানার্থ আমন্ত্রণ ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৮২ ॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন ।
তবে আজি ইঁহ আসি' করিবে ভোজন ॥" ১৮৩ ॥

প্রভু-প্রণামান্তে সকলভক্তের গোপীনাথ-নির্দ্দিষ্টগৃহ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা ।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসাস্থান দিলা ॥ ১৮৪ ॥

ঠাকুর হরিদাসের নিকট প্রভুর আগমন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে ।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

পরস্পরের গুণস্মরণে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়ের প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥ ১৮৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞান ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, না ছুঁইও মোরে ।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম পামরে ॥" ১৮৮ ॥

সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের আচার্য্যত্ব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণভক্তে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতীর্থ-স্নান ও সর্ব্বতপো-যজ্ঞ-দানাদি-বিদ্যমান ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান ।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥ ১৯০ ॥

কৃষ্ণভক্তই সাঙ্গ-বেদবেদান্তাধীতী ও নিখিল-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর গুরু ঃ—

নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন ।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥" ১৯১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥১৯২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। আপনার যাহা চাই, কৃপা করিয়া তাহা আজ্ঞা করিয়া দিন। আমরা দুইজন আপনার আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৩। চূড়া—জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া।

১৯২। হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান,

'সিদ্ধবকুলে' ঠাকুর হরিদাসকে স্থান-দান ঃ—

এত বলি' তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর স্বয়ংই ভক্তসহ মিলনাঙ্গীকার ঃ—

"এইস্থানে রহি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥ ১৯৪ ॥

মন্দিরের সুদর্শনচক্রকে প্রণামার্থ আজ্ঞা-দান ঃ—

মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম ।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥" ১৯৫ ॥

নিত্যানন্দাদির হরিদাস-দর্শনে আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৬ ॥

প্রভর সমুদ্রস্নানান্তে অদ্বৈতাদির সমুদ্রস্নান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৭ ॥

মন্দির-চূড়া-দর্শনান্তে সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৮ ॥

সকলের উপবেশন ও প্রভুর পরিবেশনারম্ভ ঃ—

সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি' ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীহস্তে প্রচুর পরিবেশন ঃ—

অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক-এক-পাতে ॥ ২০০ ॥

প্রভুর ভোজন বিনা সকলেই প্রসাদ-সম্মানে বিরত ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
ঊর্দ্ধ-হস্তে বসি' রহে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ২০১ ॥

দামোদর-স্বরূপের নিতাইসহ প্রভুকে ভোজনার্থ প্রার্থনা ও স্বয়ং ভক্তগণকে পরিবেশনাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ।
"তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ ২০২ ॥
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ২০৩ ॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা ।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥২০৪॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥" ২০৫ ॥

প্রভুর পরিবেশন-নিবৃত্তি, গোবিন্দ-দ্বারে হরিদাসকে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা ।
যত্ন করি' হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥ ২০৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ও আচার্য্যের পরিবেশন ঃ—

আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লঞা ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ২০৭ ॥

গোপীনাথাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ ও জগদানন্দ-কর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে—আনন্দ ॥ ২০৮ ॥

প্রসাদ-সম্মানকালে হরিধ্বনি ঃ—

নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া ।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২০৯ ॥

সকলের আচমন ঃ—

ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

১৯৯। যোগ্যক্রম করি'—যাঁহার পর যাঁহার বসা উচিত, সেরূপ করিয়া।

অনুভাষ্য

১৭৫। এক্ষণে এইস্থান 'সিদ্ধবকুল-মঠ' নামে খ্যাত।

১৯২। দেবহূতি-কর্ত্তৃক ভগবান্ কপিলের স্তুতিবর্ণন-প্রসঙ্গে নিখিল গুণরাশিসম্পন্ন তদীয়-ভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্ণন,—

যৎ (যস্য) জিহ্বাগ্রে তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে, অতঃ (দৈক্ষ্যবিপ্রাভিধানাৎ) সঃ শ্বপচঃ (শৌক্রান্ত্যজাদি-নীচকুলোদ্ভূতঃ) অপি গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) অহো বত (ইত্যাশ্চর্য্যম্)। যে তে (তব) নাম গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি), তে তপঃ তেপুঃ (অনুষ্ঠিতবন্তঃ—তপস্বিনোঽধিকা ইত্যর্থঃ) জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ), সস্নুঃ (সর্ব্বেষ্বেব তীর্থেষু স্নাতাঃ), আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ), ব্রহ্ম (সাঙ্গং বেদম্) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ)। ইহার তথ্য ও পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকের বিবৃতি শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

১৯৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুর লৌকিক-স্মৃতিবিধানমতে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আপনাকে অযোগ্য জানিয়াছেন জানিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার অগ্রভাগে সুদর্শনচক্র দেখিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই সিদ্ধবকুলে তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসিবে।

সকলের নিজগৃহে গমন ও সন্ধ্যায় প্রভুসহ পুনর্মিলন ঃ—

বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥ ২১১ ॥

রামানন্দের আগমন ও বৈষ্ণবগণসহ মিলন ঃ—

হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥ ২১২ ॥

সন্ধ্যায় মন্দিরাঙ্গনে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন-আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥ ২১৩ ॥

সকলকে পড়িছার মাল্যচন্দন-দান, চতুর্দ্দিকে চতুঃসম্প্রদায়ের মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥ ২১৪ ॥
চারিদিকে চারি-সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১৫ ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে,—ভাল, ভাল ॥ ২১৬ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রবণে বহু পুরীবাসীর আগমন ও বিস্ময় ঃ—

কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥ ২১৮ ॥
কীর্ত্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥ ২১৯ ॥

'বেড়া-নৃত্য'-কীর্ত্তন বা মন্দির-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কীর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥ ২২০ ॥

প্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

আগে-পাছে গান করে চারি-সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২১ ॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর, হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ২২২ ॥
পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২২৩ ॥
'বেড়ানৃত্য' মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্ত্তন ॥ ২২৪ ॥

চতুঃসম্প্রদায়-মধ্যে প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে নাচে, সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২২৫ ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৬ ॥

চারি মহান্ত—(১) নিত্যানন্দ, (২) অদ্বৈত ঃ—

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥ ২২৭ ॥

(৩) বক্রেশ্বর, (৪) শ্রীবাস ঃ—

আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২২৮ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে প্রভুর অবস্থান ও চারিজনের নর্ত্তন-দর্শনার্থে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥ ২২৯ ॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে,—প্রভু করে আমারে দরশন ॥ ২৩০ ॥
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ২৩১ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি' মাত্র জানে।
কেমনে চৌদিকে দেখে,—ইহা নাহি জানে ॥ ২৩২ ॥

ব্রজলীলায় সখাগণমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের পুলিন-ভোজনের উপমা ঃ—

পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে।
চৌদিকের সখা কহে,—আমারে নেহানে ॥ ২৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। পাঠান্তরে,—"সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য-চন্দন।। চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।।"

২২৩। লোক সব করয়ে সিনানে—চারিদিকের লোক সব অশ্রুজলে স্নান করে।

২২৪। বেড়া-নৃত্য—মন্দির বেড়িয়া নৃত্য।

২৩৩। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া রাখালগণ প্রত্যেকেই দেখিতেছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২০৪, ২০৭। আচার্য্য—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য।

২০৯। তৎকালে প্রসাদসম্মানকালে শুদ্ধসম্প্রদায়ে হরিধ্বনি দিবার রীতি ছিল।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্নিহিত নৃত্যকারী ভক্তকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন ।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

প্রতাপরুদ্রের অট্টালিকোপরি কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব ।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

রাজার বিস্ময় ও প্রভুপদ-দর্শনে উৎকণ্ঠা ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

কীর্ত্তনান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দর্শনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ গৃহে আগমন ঃ—

কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি ।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেইরূপ মহাপ্রভুও যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও প্রভুর একটী ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ। নেহানে—দেখে।

সকলের প্রভুহস্ত-বিতরিত প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

ভক্তগণকে বিশ্রামার্থে অনুমতি-দান ঃ—

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

প্রভুসঙ্গে অবস্থানকালে সকলের এইরূপ কীর্ত্তনানন্দ-লাভ ঃ—

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন-শ্রবণে চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। পুষ্পাঞ্জলি—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ সকলভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটী বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেম-রহস্যের উদয় হইল। আবার অদ্বৈতপুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাঁহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ-সেবন-সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'অজ্ঞাত কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়' ; তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে' নিপুণ ; ভদ্রলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত, না জানি, কিরূপ হইয়া উঠে?' এই উভয় প্রভুর কথারই অত্যন্ত গূঢ়-রহস্য আছে, তাহা সম্ভক্ত লোকেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণবদিগের সেবা হইবার পর স্বরূপাদি সজ্জন গৃহমধ্যে প্রসাদসেবা করিলেন। শ্রীনব-যৌবন-দর্শন-দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)